মিড-ডে মিল চালু

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য পুষ্টিকর খাবার

নিজস্ব প্রতিবেদক
১৬ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:২৩ এএম

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য কেবল পাঠ্যবই মুখস্থ করা নয়, বরং মূল লক্ষ্য শিশু যেন মাতৃভাষায় সাবলীলভাবে বুঝতে, শিখতে এবং নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারে। গতকাল শনিবার নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলার খুবজীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'স্কুল ফিডিং কর্মসূচি'র উদ্বোধন ও প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নবিষয়ক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। এর মধ্য দিয়ে সারা দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলো 'মিড-ডে মিল' বা স্কুল ফিডিং কর্মসূচি। এতে সারাদেশের ১৯ হাজার ৪১৯টি সরকারি প্রাথমিকের ৩১ লাখ ১৩ হাজার শিক্ষার্থী সপ্তাহে পাঁচ দিন পাচ্ছে পুষ্টিকর খাবার।

ডা. বিধান জানান, প্রাইমারিতে শিশুদের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের মতো মৌলিক গণিত নিয়ম বুঝতে শেখানো জরুরি। শিশুকে পড়াশোনায় আগ্রহী করতে পারলে সে নিজেই তার ভবিষ্যতের পথ তৈরি করবে। মুখস্থবিদ্যায় জিপিএ-৫ পেলেও ভর্তি পরীক্ষায় টিকতে পারে না। প্রকৃত শিক্ষা মানে শেখা, বোঝা এবং ভাষায় প্রকাশ করা। তিনি বলেন, শিক্ষক নিয়োগ থেকে ভবন নির্মাণ- সব দায়িত্ব সরকার পালন করে। কিন্তু বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশ, সম্পদের সুরক্ষা এবং শিশুদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা স্থানীয় অভিভাবক ও কমিউনিটির দায়িত্ব। আপনারা মনিটরিং এবং শিক্ষকদের সহযোগিতা করবেন; তাহলেই মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব।

সারা দেশে শুরু 'মিড-ডে মিল', ৩১ লাখ শিক্ষার্থী পাচ্ছে পুষ্টিকর খাবার : এদিন থেকেই সারা দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলো 'মিড-ডে মিল' বা স্কুল ফিডিং কর্মসূচি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত এ

প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। কর্মসূচির আওতায় নির্বাচিত ১৫০টি উপজেলার ১৯ হাজার ৪১৯টি সরকারি বিদ্যালয়ের ৩১ লাখ ১৩ হাজার শিক্ষার্থী সপ্তাহে পাঁচ দিন পাচ্ছে পুষ্টিকর খাদ্য- ফর্টিফাইড বিস্কুট, কলা বা মৌসুমি ফল, বনরুটি, ডিম এবং ইউএইচটি দুধ।

সাপ্তাহিক খাদ্য তালিকায় থাকছে : রবিবার ১২০ গ্রাম বনরুটি ও সিদ্ধ ডিম; সোমবার বনরুটি ও ২০০ গ্রাম ইউএইচটি দুধ; মঙ্গলবার ৭৫ গ্রাম ফর্টিফাইড বিস্কুট ও কলা/মৌসুমি ফল; বুধবার বনরুটি ও সিদ্ধ ডিম; বৃহস্পতিবার বনরুটি ও সিদ্ধ ডিম। এই খাদ্য তালিকা প্রতিদিনের মোট এনার্জির প্রায় ২৬ শতাংশ, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের ৩২ শতাংশ, প্রোটিনের ১৬ শতাংশ এবং ফ্যাটের ২১ শতাংশ সরবরাহ নিশ্চিত করবে।

উপস্থিতি বাড়বে, ঝরে পড়া কমবে : প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ জানান, ফিডিং কর্মসূচির মূল লক্ষ্য- গুণগত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিশুদের পুষ্টি উন্নয়ন করা। কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার ৮০ শতাংশের বেশি হবে। ঝরে পড়া উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে। প্রকৃত ভর্তির হার প্রতিবছর ১০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পাবে। শিশুদের ধরে রাখার হার ৯৯ শতাংশে উন্নীত হবে। পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের হার ৯০ শতাংশের বেশি হবে। এ কর্মসূচি প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। পর্যায়ক্রমে সারা দেশে এর সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নূর মোহাম্মদ শামসুজ্জামানসহ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।